



শুধু তাদেরই জন্য, Gillette-এর চোখে

সদ্য অবসর নিয়েছি। Gillette Italia-তে চল্লিশ বছর বিক্রির কাজ। আমার বয়সী অনেক পুরুষের মতোই আমার সামনে বেছে নেওয়ার পথ ছিল কম, তবে নিশ্চয়তা ছিল একটা: যে সময়টাকে একদিন অফুরন্ত মনে হত, কোনো এক জাদুতে তা মাপার মতো হয়ে উঠেছিল। সে তখন একটা সমাপ্তিরেখার দিকে ইশারা করছিল — যে রেখা আমার জন্য হবে এক নতুন শুরু।

জীবনে আমার বদভ্যাস ছিল সামান্যই। আমি এমন এক শিক্ষার ফসল, যার ভিত্তি নীতি আর কর্তব্য — প্রয়োজন আর চাওয়া-পাওয়া নয়। সেদিন বগলে নিজের বইগুলো নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। আমার আসল নেশা। GILLETTENARRATIVE আমাকে বেঁধে ফেলেছিল — গ্যালিসের দরকার পড়েনি।

তারপর কানে এল কণ্ঠস্বর। নারীকণ্ঠ। আর আমার পেছনে: একদল নারী। আর সে কী নারী! সিনেমার নায়িকাদের মতো সুন্দর, নজরকাড়া — কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। তারা দ্রুত হাঁটছিল, পেছনে রেখে যাচ্ছিল ফর্মুলা ওয়ান গাড়ির মতো এক হাওয়ার রেশ — যে গাড়ির পিছু নেয় অন্য চালকেরা, একটু সুবিধা হাতিয়ে নেওয়ার আশায়। আমি তাদের পিছু নিলাম।

আমার টিকিট ছিল না। নিমন্ত্রণ ছিল না। টাকা ছিল না। দমে যাইনি। আমরা, Gillette-এর মানুষেরা, একটা কাজই ভালো পারি — বরাবর সেই একই কাজ: সমাধান খুঁজে বের করা। সমস্যা নয়, কখনও নয়।

তাদের একজনের কাছে গিয়ে একটা বই দিলাম। সে হাসল। আমার নাম জানতে চাইল। তারপর নিঃশব্দে আমার হাত ধরে আমাকে থিয়েটারের ভেতরে নিয়ে গেল — একটি কথাও না বলে।

নারীর জাদু। নারীর ক্ষমতা।

ভেবেছিলাম কোনো সম্মেলন হবে। ছোট কোনো পরিবেশনা। সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎকার। যা একেবারেই ভাবিনি, তা হল এক নতুন শিক্ষামূলক প্রচারাভিযানের সূচনা, যার নাম:

এমন করতে নেই। পৃথিবীর প্রত্যেক নারী হব্ব এই কথাগুলোই বলে — প্রথমে বাচ্চাদের, তারপর পুরুষদের।

চলল প্রায় এক ঘণ্টা। ঠিক যতটুকু সময় দরকার — একটা ধারণাকে আগে মেনে নিতে, তারপর তা নিয়ে ভাবতে, আর কেবল তার পরেই তাকে বদলাতে একজন পুরুষের গড়পড়তা যতটা মানসিক অবকাশ লাগে।

আর সবটাই সত্যি। আমাদের জন্ম এক নারীর গর্ভে। কাঁদতে কাঁদতে আমরা পৃথিবীতে আসি, কাঁদতে কাঁদতেই চলে যাই। সারা জীবন খুঁজে বেড়াই মাথা রাখার মতো এক নারীর কাঁধ। আর শেষে প্রতিবারই দেখি, আমরা একা — কানে বাজতে থাকে একটাই মন্ত্র:

এমন করতে নেই।

লিপিকার নান্দো